দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বিরোধিতা সত্ত্বেও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্র্যাক চালিয়ে যাবে ॥ ফজলে হোসেন আবেদ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক জানিয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যে দায়িত্ব সরকার তাদের দিয়েছে শিক্ষকদের আপত্তি সত্ত্বেও তারা তা চালিয়ে যাবে। এ কর্মসূচি সফল হলে এবং সরকার চাইলে এর আওতা সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হবে। বুধবার স্থানীয় একটি হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন ফজলে হাসান আবেদ সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি আরো বলেন, তবে কেউ প্রশিক্ষণ না নিতে চাইলে তাকে প্রশিক্ষণ নিতে বাধ্য করা হবে না। তিনি দাবি করেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে ব্র্যাক পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মান অনেক ভাল। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকারি ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যে দায়িত্ব সরকার তাদের দিয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষক সমাজের মধ্যে যে 'ভুল বোঝাবুঝি' সৃষ্টি হয়েছে তা তারা নিরসন করতে পারবেন। কেননা সরকার ব্র্যাকের ওপর শুধু প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের দায়িত্ব দিয়েছে, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক কোন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ব্র্যাককে দেয়া হয়নি। ব্র্যাক শিক্ষার বেসরকারিকরণ বা বাণিজ্যিকীকরণে বিশ্বাসও করে না। এ লক্ষ্যে আগামী সপ্তাহেই তারা শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। এ প্রেক্ষাপটে ব্র্যাক গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে।

ফজলে হাসান আবেদ বলেন, দেশের শিক্ষার সম্প্রসারণ হলেও মানের অবনতি হয়েছে। বিগত দুই সরকারের আমলে টাকার বিনিময়ে দুর্নীতির মাধ্যমে অনেক অযোগ্য লোক প্রাথমিক শিক্ষক হয়েছে। যেহেতু তাদের শিক্ষার মান ভাল তাই তারা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারলে সার্বিকভাবে শিক্ষার মান বাড়বে। তিনি বলেন, শিক্ষকদের ভয় সরকার ভবিষ্যতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেসরকারিকরণ করবে এবং তা ব্র্যাকের হাতে দিয়ে দিবে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো এ ভয় অমূলক। আমরা শিক্ষার বেসরকারিকরণে বিশ্বাস করি না। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য আমরা সরকার থেকে কোন অর্থ চাইনি। নিজেদের অর্থে এ প্রকল্প পরিচালনা করবো।

সম্মেলনে ব্র্যাকের উপ-নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম, ড. আহমেদ মোশতাক রাজা চৌধুরী, পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম, শিক্ষা গবেষণা ইউনিটের সমন্বয়ক সমীর রঞ্জন নাথ, জনসংযোগ পরিচালক এম আনোয়ারুল হক উপস্থিত ছিলেন।